*তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৬*

***বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে হাল ছাড়েনি সরকার***

 ***-- আইনমন্ত্রী***

*ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :*

*আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে হাল ছাড়েনি সরকার। এ বিষয়ে কূটনৈতিক ও আইনি প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, সে দেশে কোনো ক্রিমিনাল রাখবেন না। তার এই নীতি ঠিক থাকলে সে দেশে অবস্থানকারী রাশেদ চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে। এ সময় তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।*

*মন্ত্রী আজ রাজধানীতে ঢাকা আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।*

*মন্ত্রী বলেন, এই হত্যাকা-ের নেপথ্যের নায়কদের ধরার জন্য অবশ্যই কমিশন গঠন করা হবে। তবে এই কমিশনের কাজ অতটা সহজ হবে না। কারণ হত্যাকা-ের প্রায় ৪৪ বছর পর এই কমিশন গঠন হবে।*

*সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট গাজী মোঃ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এমপি, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী মোঃ কামরুল ইসলাম এমপি, ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি, ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ হেলাল চৌধুরী, অ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান প্রমুখ বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের নিষ্ঠুরতার কথা তুলে ধরেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন আলেখ্য নিয়ে আলোচনা করেন। সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সঙ্গে নিহত পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।*

#

*রেজাউল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২২৩০ ঘণ্টা*

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3105

**DËg Rxeb MV‡b e½eÜyi Av`k© mnvqK**

 **--- †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿x**

XvKv, 5 fv`ª (20 AvM÷) :

 WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿x †gv¯Ívdv ReŸvi e‡j‡Qb, DËg Rxeb MV‡b e½eÜyi Rxeb I Av`k©‡K AbymiY Kivi †P‡q fv‡jv Avi wKQz n‡Z cv‡i bv| e½eÜz cÖwZwU †ÿ‡Î Avgv‡`i‡K w`Kwb‡`©kbv w`‡q †M‡Qb|

 gš¿x AvR XvKvq †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi wgjbvqZ‡b e½eÜyi 44Zg kvnv`Zevwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi Av‡qvwRZ Abyôv‡b cÖavb AwZw\_i e³„Zvq Gme K\_v e‡jb| WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM wefv‡Mi mwPe A‡kvK Kzgvi wek¦v‡mi mfvcwZ‡Z¡ Abyôv‡b †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK gnmxb Avjg Ges WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM wefv‡Mi AwZwi³ mwPe AvwRRyj Bmjvg e³„Zv K‡ib|

 WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿x XvKv wek¦we`¨vj‡q Aa¨qbKvjxb e½eÜyi mvwbœa¨jv‡fi ¯§„wZ †ivgš’b K‡i e‡jb, e½eÜy GB evOvwj RvwZi Rb¨ Rxe‡b †h PovB - DrivB AwZµg K‡i‡Qb Zv Zzjbv K‡i Lyu‡R †ei Kiv KwVb| e½eÜy‡K nZ¨v Kiv gv‡b GKUv gvbyl‡K nZ¨v Kiv wKsev GKRb ivóªbvqK‡K nZ¨v Kiv bq D‡jøL K‡i wZwb e‡jb, e½eÜy cÖPwjZ †h mv¤úª`vwqKZv wQj †mUvi weiæ‡× we‡`ªvn †NvlYv K‡i GKwU fvlvwfwËK ivóª ‰Zwi K‡i‡Qb| wZwb e‡jb, GB †`k mKj a‡g©i mKj e‡Y©i mKj gvby‡li wgwjZ gvZ…f~wg| mv¤úª`vwqK m¤úªxwZ Avgv‡`i AnsKvi| m¤cÖxwZi GB eÜb AUzU Av‡Q e‡jB evsjv‡`k cÖwZwU m~P‡K cvwK¯Ív‡bi †P‡q A‡bK A‡bK GwM‡qB bq RvZxq cÖe„w× AR©‡bi w`K †\_‡K `wÿY Gwkqvq evsjv‡`‡ki Ae¯’vb AvR kxl©¯’v‡b DcbxZ n‡q‡Q|

 c‡i gš¿x AvR ¸jkv‡b e½eÜyi 44Zg kvnv`Zevwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ †UwjUK evsjv‡`k wjwg‡UW Av‡qvwRZ Abyôv‡b cÖavb AwZw\_i e³„Zv K‡ib| †UwjUK e¨e¯’vcbv cwiPvjK †gvnv¤§` mvnveywÏ‡bi mfvcwZ‡Z¡ Abyôv‡b WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM mwPe A‡kvK Kzgvi wek¦vm Ges WvK Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK GmGm f`ª e³„Zv K‡ib| Abyôv‡b 15 AvM÷ kwn`‡`i AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡i †`vqv Kiv nq|

#

†kdv‡qZ/gvngy`/mÄxe/Rqbyj/2019/2130NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৪

**পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়**

 **-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, একটি দেশের মানুষের মুক্তির পূর্বশর্ত হল স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জন করে যখন অর্থনৈতিক মুক্তি ও সবুজ বিপ্লবের ডাক দিলেন তখনই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, বিজয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি চিরস্থায়ী। পরাজয়ের গ্লানি মোচন করার জন্য যারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তারাই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইস্কাটন রোডে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘১২ আগস্ট ১৯৭৫ সাল। সকালে আমি ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে যাই শেখ কামাল ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। ৩২ নম্বরের বাসার কাছেই যেতে দেখি বঙ্গবন্ধু গাড়িতে অফিসের উদ্দেশে রওনা করেছেন। আমি বাসার ভিতরে প্রবেশ করে জানতে পারলাম কামাল ভাই আবাহনী মাঠে প্রাকটিস করতে গেছে। আমি বাড়ির বাইরে এসে দেখি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া গাড়িটা গেটের সামনে। গাড়ি থেকে চিফ সিকিউরিটি অফিসার নেমে আমাকে বললেন, ইন্দিরা দ্রুত এদিকে এস। আমি গাড়ির কাছে যেতেই বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, তুমি কি আমার সাথে দেখা করতে এসেছ? একজন রাষ্ট্রপতি, একজন প্রধানমন্ত্রী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা রাস্তা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে আমার মতো একজন সাধারণ কর্মীর সাথে দেখা করার জন্য ফিরে এসেছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ থেকেই বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু কতটা কর্মীবান্ধব ছিলেন। এজন্যই তিনি ছিলেন গণমানুষের নেতা’।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় ১৫ আগস্টের হত্যাকারী ও পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করা ও এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে যারা ছিল তাদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন করেন। জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই নারীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা শিশুদের খুব ভালবাসতেন। সময় পেলেই শিশুদের সাথে খেলাধুলায় মেতে উঠতেন। শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বদরুন নেসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার। এ সময় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে ১৫ আগস্টের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

 #

আলমগীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৩

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসারে চললে শোক দিবসের আলোচনা সফল হবে**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর আর্দশকে ধারণ করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করা এবং কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ করা। কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ করা গেলে আমার গ্রাম আমার শহর বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যাবে। এছাড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সর্বাত্মক কাজ করতে হবে যাতে রপ্তানি বাড়ানো যায়। শোক দিবসের আলোচনা তখনই সফল হবে যখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসারে তাঁর দেখানো পথে আমরা চলবো।

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটোরিয়ামে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মীর নূরুল আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আরিফুর রহমান অপু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর ড. সাত্তার মন্ডল।

#

গিয়াস/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০২

**কেউ বাংলাদেশকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারকে হত্যার মাধ্যমে ৭৫ এর ঘাতকরা গোটা বাঙালি জাতীয়তাবাদকেই নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল এর ফলে বাংলাদেশ একদিন পাকিস্তানের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কিন্তু তাদের সে ষড়যন্ত্রকে দুরাশায় পরিণত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ দেশের জনগণ বাংলাদেশকে পাকিস্তানের থেকে অনেক বেশি উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। কেউ বাংলাদেশকে নিয়ে এখন ছিনিমিনি খেলতে পারবে না।

 আজ দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওস্থ নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের অডিটোরিয়াম হলে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রফেসর ডা. দীন মোহাম্মদের সভাপতিত্বে শোক সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ইকবাল আরসালান, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক এম এ আজিজ, প্রফেসর ডা. বদরুল আলম, ডা. জহিরুল হক চৌধুরী প্রমুখ।

#

মাইদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০১

**জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের পথে দেশ এগিয়ে চলেছে**

 **-- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁর সে স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। দীর্ঘদিন পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ জাতির পিতার সে স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে চলেছে।

আজ খাদ্য অধিদপ্তরের টেনিস গ্রাউন্ডে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে খাদ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু বলেন, পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের মোটিভ এবং এই খুনের বেনিফিসিয়ারি কারা তা খুঁজে বের করতে হবে।

খাদ্য সচিব শাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সরোয়ার জাহান এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

#

সুমন/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০০

# প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার চালুর নীতিমালা মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 ২০২৩ সালের মধ্যে সারা দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘মিড ডে মিল’ (দুপুরের খাবার) চালুর লক্ষ্য নিয়ে গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে ‘জাতীয় স্কুল মিল নীতি-২০১৯’-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পর সচিবালয়ে এ সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম। তিনি জানান, বিভিন্ন স্থানে যে ‘মিড ডে মিল’ চালু হয়েছে পাইলটভিত্তিতে, তাকে কিভাবে সমন্বিতভাবে সারা দেশে ছড়ানো যায় তার জন্য এই নীতিমালাটি করা হয়েছে।

 নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ক্যালরির ন্যূনতম ৩০ ভাগ স্কুল মিল থেকে আসা নিশ্চিত করা হবে যা প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩ থেকে ১২ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এই বয়সী স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যূনতম মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট এর ৫০ শতাংশ স্কুল মিল থেকে নিশ্চিত করা হবে। খাদ্যের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার জন্য ১০টি খাদ্যগোষ্ঠী বিবেচনায় নিয়ে তার মধ্যে ৪টি খাদ্যগোষ্ঠী নির্বাচন করা হবে।

 কর্মসূচির আওতায় দুর্গম চর, হাওর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য এলাকা, চা বাগান-সহ সব পিছিয়ে পড়া এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

 এই নীতিমালার খসড়া ২ এর (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় স্কুল মিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ থাকবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে একটি সেল বা ইউনিট কাজ করবে। নীতিতে আরো বলা হয়েছে, সরকার মনোনীত উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ‘স্কুল মিল উপদেষ্টা কমিটি’ থাকবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সভাপতিত্বে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এই কমিটিকে নিয়োগ প্রদান করবে। স্কুল মিল কমিটির প্রধান নির্বাহী এই কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

 উল্লেখ্য, মিড ডে মিলের আওতায় বর্তমানে সরকার তিনটি উপজেলায় রান্না করে খাবার পরিবেশন করছে। দুপুরে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয় বরগুনার বামনা, জামালপুরের ইসলামপুর ও বান্দরবানের লামা উপজেলায়। শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে পাঁচ দিন খিচুড়ি ও একদিন উন্নত পুষ্টিসম্পন্ন বিস্কুট দেয়া হয়। এছাড়া ১০৪টি উপজেলায় ১৫ হাজার ৮০টি বিদ্যালয়ে স্কুল মিল চালু আছে। যার মধ্যে ৯৩টি উপজেলায় সরকার অর্থায়ন করছে। এসব স্কুলে শিশুদের উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট দেয়া হয়।

#

মেহেদী/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৯

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো

 --- বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 বন্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক বলেছেন, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালে নির্মমভাবে হত্যা করে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে বাংলাদেশ উন্নয়নে এতোদিন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে যেত।

 আজ পাট অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত এক শোক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশে উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশেষ করে সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ।

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মকবুল হোসেন, আবু বক্কর সিদ্দিক, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম, বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান শাহ মোঃ নাসিম, বিটিএমসি’র চেয়ারম্যান ব্রি: জেনারেল মোহাম্মদ কামরুজ্জামান-সহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

সৈকত/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৮

**অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ দিয়ে গেছেন। আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে দেশের মানুষ ভালো থাকবে। আর দেশের মানুষ ভালো থাকলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

আজ রাজধানীর কাকরাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবনের অডিটোরিয়ামে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বুভুক্ষু ও দরিদ্র মানুষের জন্য আন্দোলন করেছেন। জেল, জুলুম, নির্যাতন উপেক্ষা করে জাতিকে সংগঠিত করেছেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করেছেন। বৈশি^ক যড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সফল হয়নি। বরং ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সচিব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। এছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সাইফুর রহমান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট দুষ্কৃতকারীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই হত্যা করেছে। একটি জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, আশা-আকাক্সক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

এ সময় জাতির পিতা ও তাঁর সাথে শাহাদত বরণকারী পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া, ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত করা হয়।

#

হাসান/মাহমুদ/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৭

**মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সৌদি আরবকে সমর্থন জানাবে বাংলাদেশ**

 **--- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সৌদি আরবের সাথেও তিনি সুসম্পর্ক বজায় রাখছেন। তিনি আরো বলেন, মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সৌদি আরবকে সমর্থন জানাবে বাংলাদেশ।

 আজ সকালে মদিনায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৫৮ সদস্যের ওলামা মাশায়েখ দল মদিনা শরীফে মসজিদে নববী পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাঁদের অভ্যর্থনা জানান।

 মসজিদে নববীর প্রধান কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল খুদায়েরী বলেন, অতীতে বাংলাদেশের এতো বড় আলেম প্রতিনিধিদল এখানে আসেনি। বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমদের কাছে পেয়ে তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

 বাংলাদেশের আলেম ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এ সময় মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) এর রওজা মোবারক জিয়ারত করেন।

#

আনোয়ার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৬

**বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে**

 **--- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার খুনিদের বিচার হয়েছে, পলাতক আসামিদের দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের বিচারের রায় অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। এখন সময় এসেছে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনায়ও যারা ছিলো, সেই সকল ষড়যন্ত্রকারীকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার।

 আজ ঢাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান শুধু জাতির পিতা নন, তিনি একটি প্রতীক। দেশের সার্বভৌমত্বের, স্বাধীনতার, অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু আপস করেননি। দেশের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি দেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব ড. জাফর উদ্দীন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি শুক্কুর মাহমুদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, ঢাকা মহানগরীর সভাপতি মোঃ সামসুল আলম বকুল প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৯১০ঘণ্টা

*তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৫*

***শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা দিল ইউনিলিভার এবং বিএসআরএম***

*ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :*

 *ইউনিলিভার বাংলাদেশ এবং বিএসআরএম বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা প্রদান করেছে।*

 *আজ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ এর সিইও এবং এমডি কেদার লেলে (*Kedar Lele*) এবং বিএসআরএম এর ডিএমডি তপন সেনগুপ্ত (*Tapan Sengupta*) নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষে মোট ৯ কোটি ৪৫ লাখ ২৬ হাজার ৪ শত ৮৪ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।*

 *ইউনিলিভার গত অর্থ বছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ৬ কোটি ১৯ লাখ ২৫ হাজার ৪৮৪ টাকা এবং বিএসআরএম ৩ কোটি ২৬ লাখ এক হাজার টাকার চেক প্রদান করেছে।*

 *বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির নিট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের এক দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি এবং বহুজাতিক মিলে ১৪০টি কোম্পানি এ তহবিলে অর্থ প্রদান করছে। এ তহবিলে আজ পর্যন্ত জমার পরিমাণ প্রায় ৩শ’ ৭০ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৯ হাজার শ্রমিককে প্রায় ৩০ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।*

 *চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. আনিসুল আওয়াল, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ এর ফাইন্যান্স ডিরেক্টর জাহিদুল ইসললাম মালিথা, লিগ্যাল ডিরেক্টর রাশেদুল কাইয়ুম, হেড অভ্ কর্পোরেট এফেয়ার্স শামীমা আক্তার এবং বিএসআরএম এর জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর) জেনারেল ম্যানেজার কর্পোরেট এফেয়ার্স কাজী আনোয়ার আহমেদ এবং ম্যানেজার (আইআর) মোঃ ইসমাইল উপস্থিত ছিলেন।*

#

*আকতারুল/মাহমুদ/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৯৪০ ঘণ্টা*

Handout Number : 3094

 **Expert team to visit Bangladesh for long-term solution to Aedes mosquito**

Dhaka, 20 August 2019:

To tackle the diseases caused by Aedes mosquito in Bangladesh, a joint IAEA-FAO-WHO expert team will visit Bangladesh from 21 to 23 August 2019. The main objective of the team will be to assess the feasibility of Sterile Insect Technique (SIT) in controlling Aedes mosquito in Bangladesh. The sterile insect technique is an environmentally-friendly insect pest control method involving the mass-rearing and sterilization, using radiation, of a target pest, followed by the systematic area-wide release of the sterile males by air over defined areas, where they mate with wild females resulting in no offspring and a declining pest population.

IAEA has approved the expert mission due to an initiative taken by Bangladesh Embassy & Permanent Mission in Vienna, with the support of the Health Services Division, Ministry of Health & Family Welfare, and the Ministry of Science & Technology, after the dengue fever outbreak in the country.

The work of the expert team - consisting of Rafael Argilés Herrero and Danilo de Oliveira Carvalho, Technical Officers of the Insect Pest Control Section at the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture and Rajpal Yadav, Scientist, Vector Ecology and Management, Department of Control of Neglected Tropical Diseases, WHO – is expected to help Bangladesh in successfully tackling the diseases caused by the Aedes mosquito population in the country.

‘We are trying to avail best possible scientific know-how to tackle the Aedes mosquito. We thank IAEA for prompt response to support Bangladesh in this time of need,’ says M. Abu Zafar, Ambassador & Permanent Representative of Bangladesh in Vienna.

#

Marzuk/Mahmud/Rafiq/Salim/2019/1830 Hrs

Handout Number : 3093

**Bilateral meeting held between Dr. Momen and Dr. Jaishankar**

Dhaka, 20 August 2019:

Foreign Minister of Bangladesh, Dr. A K Abdul Momen and External Affairs Minister (EAM) of India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar met in a bilateral meeting at the State Guest House, Jamuna today in a warm and cordial environment.

At the beginning, Bangladesh Foreign Minister congratulated the visiting dignitary on his appointment as the External Affairs Minister of India and welcomed his first visit to Bangladesh in this capacity. The two Ministers reaffirmed that the relationship between India and Bangladesh, forged in the 1971 Liberation War, goes far beyond a strategic partnership. Today it is anchored in history, culture, language and shared values of democracy, secularism, development cooperation and countless other commonalities.

During the meeting, the Ministers expressed satisfaction at the excellent state of bilateral relations existing between the two countries. They discussed the entire gamut of bilateral issues of mutual interest. They reviewed ongoing cooperation including the implementation of decisions taken during the last meeting of the Joint Consultative Commission (JCC) in February 2019 in New Delhi. The Ministers expressed satisfaction that both countries are working closer than ever before in every sector, from security and border management, including reducing untoward border incidents, to mutually-beneficial trade and investment, power and energy, river water sharing, including that of the Teesta, development partnership, transport connectivity, culture and consular issues. They reviewed progress of the projects under the Indian Lines of Credit.

They also discussed the preparatory measures in relation to the visit of Prime Minister Sheikh Hasina to India in October 2019, during which a number of MoUs are expected to be signed.

Both ministers expressed satisfaction that Bangladesh and India are enjoying traditionally close cooperation in multilateral and regional forums such as the UN, Commonwealth, BIMSTEC and others.

The EAM expressed appreciation for the humanitarian gesture of Bangladesh in supporting a large number of displaced persons from the Rakhine region of Myanmar and assured India’s continued support for safe, speedy and sustainable return of the Rohingyas to Myanmar.

Minister Jaishankaris scheduled to call on the Prime Minister at Ganabhaban later today. Earlier in the morning, the EAM visited the Bangabandhu Memorial Museum and paid his respects to Father of the Nation.

External Affairs Minister of India is on a 3-day visit to Bangladesh and will leave for India on 21 August 2019.

#

Tohidul/Mahmud/Rafiq/Salim/2019/1820 Hrs

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯২

 শোক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তারা

 **শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 আজ ঢাকার কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়েজ আহম্মদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দুলাল কৃষ্ণ সাহা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

 অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ বলেন, ১৫ ই আগস্ট জাতির জন্য একটি শোকাবহ দিন। এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে সকলকে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। আলোচকবৃন্দ এ সময় বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে কাজ করলে এ দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব। এ সময় আলোচকবৃন্দ সকলকে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আন্তরিকার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

 সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার মোঃ মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ শাহজাহান আলী।

#

শিবলী/মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৬৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯১

**বিসিএসআইআর-এ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রামের ওপর চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পারিবারিক, রাজনৈতিক ও সংগ্রামী কর্মময় জীবনের সংগৃহীত দুর্লভ চিত্রপ্রদর্শনী এবং আলোচনা সভা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর ধানমন্ডি ঢাকা ক্যাম্পাসের অফিসার্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এর উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মঙ্গলের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু প্রতিচ্ছায়া হয়ে তাঁর অসম্পন্ন কাজগুলো তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করে যাচ্ছেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর প্রদর্শিত ছবিগুলো গভীর ভাবে দেখবে, এখানেও তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। নতুন প্রজন্মের জাগ্রত করে তাদের মুক্তিযোদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিসিএসআইআর’র চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক আহমেদ এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯০

প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্লোবাল লিডার

 --- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতার কারণে দেশের অবহেলিত, দুস্থ ও অসহায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের মূলস্রােতে এসেছে। প্রতিবন্ধীদের জীনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্লোবাল লিডার হিসেবে কাজ করছে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলামোটরে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ট্রাস্টের মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ট্রাস্টের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহ্মেদ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জুয়েনা আজিজ ।

 মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূলস্রােতে আনতে শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সংক্রান্ত নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সমন্বিত/বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) ব্যতীত প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত/বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯-এর খসড়া ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। এ নীতিমালা দু’টির আলোকে প্রতিবন্ধীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া হবে। ফলে যেখানে সেখানে নামে বেনামে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন বন্ধ হবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে প্রথম ভেবেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি প্রতিবন্ধীদের জন্য সর্বপ্রথম সমনি¦ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছিলেন। তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতায় সারা দেশে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলছে এবং চলতি অর্থবছর হতে শতভাগ প্রতিবন্ধীকে ভাতার আওতায় আনা হচ্ছে। প্রতিবন্ধীও অটিজম নিয়ে বাংলাদেশের উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন গ্লোবাল ফোরামে বাংলাদেশ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

 পরে মন্ত্রী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

জাকির/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৯

**বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন**

 **-- বীর বাহাদুর উশৈসিং**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার জন্য অগ্রাধিকারমূলক আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে সেই স্বপ্নকে বানচালের চেষ্টা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আত্মমর্যাদা দানকারী শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা এক ও অভিন্ন।

 মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মেজবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব তন্দ্রা শিকদার ও সুদত্ত চাকমা এবং যুগ্ম সচিব মোঃ আবদুস সাত্তার প্রমুখ।

 মন্ত্রী আরো বলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী শেখ মুজিবুর রহমান শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে ছিলেন বলেই তিনি আজ বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে পরিণত হতে পেরেছে। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শ ধারণ করে সরকারি সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

জুলফিকার/মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৮০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৮

**মশা নিধনে অবহেলা না করে এখনই চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখুন**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়াসহ মশাবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে বাড়ি ও কর্মস্থলের চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আশেপাশে পানি জমে থাকতে পারে এমন স্থান ও পরিত্যক্ত জিনিস দ্রুত পরিস্কার করে ফেলাই প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।

 আমাদের অজান্তে যেসব স্থান বা জিনিসে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা জন্ম নিতে পারে
সেগুলো হলো :

* ফেলে দেওয়া পানির বোতল বা কন্টেইনার
* ফুলের টব
* অব্যবহৃত টায়ার
* রেফ্রিজারেটার ও এয়ার কন্ডিশনারের নীচে পানি জমার পাত্র
* ঢাকনা খোলা অব্যবহৃত কমোড
* নির্মাণাধীন ভবন
* পরিত্যক্ত বাড়ি, গাড়ি, যে কোন ভবন

 তাই, অসাবধানতা বা অবহেলার সময় আর না। আপনার অজান্তে আশেপাশের কোন পাত্র বা স্থানে পানি জমছে কিনা তা খুঁজে দেখুন। দ্রুত সেই পরিত্যক্ত পাত্র বা স্থান পরিস্কার করে নিজেকে, নিজের সন্তান ও স্বজনকে এবং প্রতিবেশি সকলকে মশাবাহিত সব রোগ থেকে মুক্ত রাখুন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/আসমা/২০১৯/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৮৭

**বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য কোরিয়ান ব্যবসায়ীদের প্রতি অর্থমন্ত্রীর আহ্বান**

সিউল (কোরিয়া), ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, বাংলাদেশের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সুন্দর এবং অপার সম্ভাবনার দেশ।

আজ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে সেদেশের ১৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার একটি সম্ভাবনাময় দেশ। ব্যবসাক্ষেত্রে একটি বড় বাজার। দক্ষিণ কোরিয়াকে বাংলাদেশের ভাল ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে তিনি সেদেশের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এসময় তিনি গত দশবছরের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন তুলে ধরেন। কোরিয়ার বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশ সফর করে নতুন উদ্যোগ সন্ধানের জন্য অর্থমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানান।

বৈঠকে কোরিয়ান ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করে নতুন ব্যবসার সম্ভাবনা নিয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন ।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৫৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৬

**নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে উদ্যোগী হতে হবে**

 **- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সঠিক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে পারলে নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্ত হবে।

 মন্ত্রী আজ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে তিন দিনব্যাপী ‘শ্রম কল্যাণ সম্মেলন ২০১৯’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

 দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে। তিনি বলেন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব রৌনক জাহানের সভাপতিত্বে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, বায়রা’র সভাপতি বেনজির আহমেদ, আয়েশা ফেরদৌস, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সেলিম রেজা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ।

 তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ২৬টি দেশের ২৯টি মিশনের কাউন্সিলর (শ্রম) ও প্রথম সচিব (শ্রম) উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৫

**দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত হাসপাতালগুলোতে সর্বমোট ডেঙ্গু আক্রান্ত ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৩৬৯ জন। তার মধ্যে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন ৪৯ হাজার ৮৫৯ জন। আর এ যাবত ডেঙ্গু রোগে মারা গেছেন ৪০ জন।

 বর্তমানে সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত ডেঙ্গুরোগী আছেন ৬ হাজার ৪৭০ জন, যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ হাজার ৪১৩ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে নতুন ১ হাজার ৫৭২ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, যার মধ্যে ঢাকা শহরে ৭৫০ জন।

#

আয়শা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৮৪

 **৩ হাজার ৪৭০ কোটি টাকার** **১২টি প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি (একনেক) প্রায় ৩ হাজার ৪৭০ দশমিক ২০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ১২টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে জিওবি প্রায় ৩ হাজার ১৬৩ দশমিক ৫০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প ঋণ প্রায় ৩০৬ দশমিক ৭০ কোটি টাকা ।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

 অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ‘জিএনএসএস করস্‌-এর নেটওয়ার্ক পরিধি সম্প্রসারণ এবং টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণ’ প্রকল্প; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ‘থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; ‘সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ’ প্রকল্প এবং ‘রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমি ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ’ প্রকল্প।

 অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘খুলনা কর ভবন নির্মাণ’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘মধুমতি-নবগঙ্গা উপপ্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন ও ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা’ প্রকল্প; ‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প এবং ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ’ প্রকল্প।

 কৃষি মন্ত্রণালয়ের ‘ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলার সেচ সম্প্রসারণ’ প্রকল্প এবং ‘কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ’ প্রকল্প। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ’ প্রকল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের ‘BGD e-Gov CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি’ প্রকল্প।

 সভায় এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০১৯/১৫১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৮৩

**বঙ্গবন্ধুর কারণে পাকিস্তানীরা বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে পারেনি**

 **-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা করার কোন সুযোগ নেই। পাকিস্তানী শাসকরা বাঙালির কন্ঠকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল; কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শি নেতৃত্বের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে উপলক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে এসব কথা বলেন।

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু একজন বড় মাপের নেতা ছিলেন। তিনি একটি স্বাধীন দেশ ও সংবিধান দিয়ে গেছেন।  তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ খুনিদের বিচার হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনের মদদদাতা ও নেপথ্যে যারা জড়িত ছিল তাদেরকেও বিচারের আওতায় আনতে হবে।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় অধ্যাপক এম আনিসুজ্জামান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুস সামাদ।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৪৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮২

**মিল্ক ভিটার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে**

**সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 দুধের গুণগত মান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় জনশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে মিল্ক ভিটার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সুপারিশ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটি। এই প্রতিষ্ঠানে কোন অনিয়ম, দুর্নীতি থাকলে তা প্রতিকারের জন্য কঠোর নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। কমিটি সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়িতে দুগ্ধ কারখানা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩২৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকার দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় হয় বলে বৈঠকে জানানো হয়।

 সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির ৫ম বৈঠক কমিটির সভাপতি আ স ম ফিরোজের সভাপতিত্বে আজ সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

 কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, ওমর ফারুক চৌধুরী, ইসমাত আরা সাদেক, নারায়ন চন্দ্র চন্দ,

মোঃ মাহবুব উল আলম হানিফ, মির্জা আজম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং মোঃ জিল্লূল হাকিম বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন।

 বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব, মিল্ক ভিটা লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

সাব্বির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/শামীম/২০১৯/১৫৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৮১

**ডেঙ্গু মৌসুমে সকলের রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত**

 **-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সুস্থ ও সবল যে কোন মানুষ প্রতি তিন মাস অন্তর রক্ত দিতে পারে। নিয়মিত রক্তদান করলে হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ অনেক রোগের ঝুঁকি কমে। ডেঙ্গুর এ মৌসুমে রক্তের চাহিদা বেশি। তাই সকলেরই রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত। শোকদিবস উপলক্ষে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন, তাঁরা সকলেই বঙ্গবন্ধুকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি’ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর মহাপরিচালক মো. রিয়াজ আহম্মদ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৩৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৮০

**২১ আগস্ট উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ আগস্ট উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১-এ আগস্ট একটি কলঙ্কময় দিন। ২০০৪ সালের এ দিনে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশে বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালানো হয়।

 চারিদিকে যখন গ্রেনেড বিস্ফোরিত হচ্ছে, তখন আমাদের নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা মানববর্ম সৃষ্টি করে আমাকে রক্ষা করেন। আল্লাহতায়া’লার অশেষ রহমত ও জনগণের দো’য়ায় আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই। তবে সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভানেত্রী বেগম আইভি রহমানসহ ২২ জন নেতা-কর্মী নিহত হন। আহত হন পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক ও নিরাপত্তাকর্মী। অনেকে আজও পঙ্গুত্বের অভিশাপ বহন করছেন। অনেকে দেহে স্প্লিন্টার নিয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। এ হামলার মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও উন্নয়নের ধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়া; বাংলাদেশকে নেতৃত্বশূন্য করে হত্যা, ষড়যন্ত্র, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনকে চিরস্থায়ী করা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করা।

 এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে বিচার করা ছিল সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু তৎকালীন বিএনপি-জামাত জোট সরকার কোন পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো হত্যাকারীদের রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা করেছিল। হামলাকারীদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। অনেক আলামত ধ্বংস করে। তদন্তের নামে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে অপব্যবহার করে তারা জনগণকে ধোঁকা দিতে ‘জজ মিয়া’ নাটক সাজানোর মত ঘৃণ্য কাজ করে। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকেনি। পরবর্তীকালে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তে বেরিয়ে আসে বিএনপি-জামাত জোটের অনেক কুশীলব এ হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল। দীর্ঘ ১৪ বছর পর দুই মামলার সকল আইনী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে ১০ই অক্টোবর ২০১৮ বুধবার পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের ঢাকার ১ নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক ২১-এ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় ঘোষণা করেন। বিচারক গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে বিএনপি নেতা সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। একই সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিদেশে পলাতক তারেক রহমান, হারিছ চৌধুরীসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদে কারদণ্ড দেওয়া হয়েছে ১১ আসামিকে। এই রায়ের মধ্য দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন কেউ এমন অপরাধ করার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে তা বন্ধ করা হয়েছে। আমরা আশা করি, সকল আইনী বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব এই রায় কার্যকর করা হবে।

চলমান পাতা

-২-

 বিএনপি-জামাত জোট যখনই সরকারে এসেছে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়ে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানানোর অপচেষ্টা করেছে। বিএনপি-জামাতের সকল অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯-এ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। আমরা ৫ বছরে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণ পুনরায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। দেশের মানুষকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত ধারা উপহার দিয়েছি বলেই জনগণ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় আমাদের একটি নিরঙ্কুশ বিজয় উপহার দিয়েছে। আমরা জনগণকে দেওয়া প্রতিটি ওয়াদার পূর্ণ বাস্তবায়ন করব।

 গত সাড়ে ১০ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ‘রোল মডেল’। সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ২য় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

 আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমাদের সরকার সকল সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিহত করে দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের কোন স্থান হবে না; এসব নির্মূল করবই। দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

 আমি আশা করি, ২১-এ আগস্টের শোককে শক্তিতে পরিণত করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ, উদার, গণতান্ত্রিক উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের সকল নাগরিক ঐক্যবদ্ধ হবেন। গ্রেনেড হামলা মামলায় দণ্ডিতদের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে দেশ থেকে হত্যা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের চির অবসান হবে এবং দেশে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আজকের দিনে এটাই আমার প্রত্যাশা।

 আমি ২১-এ আগস্টের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আহতদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/রবি/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১১২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৭৯

**২১ আগস্ট উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২১ আগস্ট উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “শোকাবহ ২১ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। ২০০৪ সালের এদিনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভায় বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এ কাপুরুষোচিত হামলায় শহিদ হন বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভানেত্রী আইভি রহমানসহ
২৪ জন নেতাকর্মী। শোকাবহ ঐ মর্মান্তিক ঘটনায় সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

 লাখো শহিদের আত্মত্যাগের ফসল আমাদের মহান স্বাধীনতা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে শাসকের বুলেটের আঘাতে। তাই এ দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথ কখনো মসৃণ ছিল না। অগণতান্ত্রিক ও অশুভশক্তি বারবার গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ওপর প্রথম আঘাত আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। এদিন স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে অকালে জীবন দিতে হয়েছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। এরপরও ঘাতকচক্র থেমে থাকেনি। তাঁরা বঙ্গবন্ধু তনয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভা চলাকালীন ইতিহাসের বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালায়। আল্লাহর অশেষ রহমতে সেদিন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও প্রাণ হারান দলের ২৪ জন নেতাকর্মী। আহত হন অনেকে। এ হামলায় বেঁচে থাকা অনেকে আজও পঙ্গুত্ববরণ করে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। ঘাতকচক্রের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বহীন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে রুখে দেয়া এবং দেশে স্বৈরশাসন ও জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তা হতে দেয়নি ।

 গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার পাশাপাশি পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সকল রাজনৈতিক দল নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকামী জনগণ একটি আত্মমর্যাদাশীল ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসবেন, এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শাহাদতবরণকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/রবি/জসীম/শামীম/২০১৯/১০৫৬ ঘণ্টা